

■■ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - পানাহারের আদবসমূহ রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

(ক) খাওয়ার পূর্বের আদবসমূহ:

মুসলিম ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয়কে অন্যান্য উপকরণের মতই মনে করে এবং তাকে আসলেই সে (জীবনের) চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মনে করে না; সুতরাং সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্যেই খায় ও পান করে, যার দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে সক্ষম হয়; ঐ ইবাদত তাকে পরকালের সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জনের জন্য যোগ্য করে তুলে; সুতরাং সে শুধু খাদ্য ও পানীয়ের মজা উপভোগ করার জন্য পানাহার করে না। তাই সে ক্ষুধার্ত না হলে খায় না এবং পিপাসার্ত না হলে পান করে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

"আমরা এমন এক জাতি— ক্ষুধা না লাগলে আমরা খাই না; আর যখন আমরা খাই, তখন পেট ভরে খাই না।"[1]

আর সেখান থেকে মুসলিম ব্যক্তি তার খাবার ও পানীয়ের ব্যাপারে কতগুলো শরী'য়ত সম্মত বিশেষ আদব রক্ষা করাকে নিজ দায়িত্বরূপে গ্রহণ করে: যেমন—

- (ক) খাওয়ার পূর্বের আদবসমূহ:
- ১. হালাল ও পবিত্র জিনিস থোকে তার খাবার ও পানীয়কে পছন্দ করবে, যা হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও।"[2] আর পবিত্র মানে হালাল বস্তু, যা ময়লাযুক্ত, দৃষিত ও অপবিত্র নয়।

- ২. খাবার ও পানীয় গ্রহণ করার দ্বারা নিয়ত থাকবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করা; যাতে সে যা খায় বা পান করে, তার জন্য সে সাওয়াব পেতে পারে; কেননা, অনেক সময় ভালো নিয়তের কারণে 'মুবাহ' (বৈধ) বিষয় আনুগত্যে পরিণত হয়, ফলে মুসলিম ব্যক্তিকে তার জন্য সাওয়াব দেয়া হয়।
- ৩. খাওয়ার আগে দুই হাত ধৌত করা, যদি তাতে ময়লা থাকে অথবা হাত দু'টির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়।
- ৪. যমীনের উপর কোনো পাত্রে খাবার রাখা, টেবিলের উপর নয়; কেননা, এটা বিনয়-নম্রতার একেবারেই কাছাকাছি পন্থা। কারণ, আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:



"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ছ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেবিলের উপর খাননি এবং কোনো থালা বা প্লেটে করেও খাননি।"[3]

- ৫. বিনয়ীভাবে দুই হাঁটু গেড়ে দুই পায়ের পাতার উপরে বসা, অথবা ডান পা দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাম পায়ের উপরে বসা, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন; তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
- ৬. প্রস্তুত করা বিদ্যমান খাদ্যে সম্ভুষ্ট থাকা এবং খাদ্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা না করা; যদি তার কাছে ভালো লাগে খাবে, আর ভালো না লাগলে বর্জন করবে; কেননা, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন:
- « مَا عَابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ ، إن اشْتَهَاهُ أَكَلُهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » (رواه أبو داود). « مَا عَابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ ، إن اشْتَهَاهُ أَكَلُهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » . (رواه أبو داود). « রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাদ্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করতেন না; তাঁর রুচিসম্মত হলে খেতেন; আর রুচিসম্মত না হলে খেতেন না।"[5]
- ৭. একাকি না খেয়ে কোনো মেহমান, অথবা পরিবার, অথবা সন্তান, অথবা খাদেমকে সাথে নিয়ে খাওয়া; কেননা, হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ » . (رواه أبو داود و ابن ماجه).

"তোমরা সম্মিলিতভাবে তোমাদের খাবার খাও এবং আল্লাহর নামে খাও, দেখবে তোমাদের খাদ্যে বরকত
হবে।"[6]

ফুটনোট

- [1] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১৬৪; তিনি বলেন: এ হাদিসটি কে বর্ণনা করেছেন তা আমার জানা নেই; সম্ভবত তা সাহাবীগণের আছারসমূহের মধ্য থেকে একটি 'আছার' এবং তা হাদিসে নববী নয়; আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।
- [2] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭২
- [3] বুখারী, হাদিস নং- ৫০৯৯
- [4] বুখারী ও বায়হাকী।
- [5] আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৭৬৫
- [6] আবূ দাউদ, হাদিস নং- ৩৭৬৬; ইবনু মাজাহ, হাদিস নং- ৩২৮৬ এবং আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।





👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন